সংবাদ

তারিখ ... 13 APR 2014 ... পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪

নীলক্ষেতে বই ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের সময় বইয়ের দোকানে আগুন দেয় শিক্ষার্থীরা

নীলক্ষেতে শিক্ষার্থী ও বই ব্যবসায়ী সংঘর্ষ

● বইতে আগুন

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

বই কেনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নীলক্ষেতে বই ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন ছাত্র আহত হয়েছেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা অর্ধশত দোকানের বইতে আগুন দেয় এবং যানবাহনে ভাঙচুর চালায়। গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। আহতরা হলেন, রোহান (ইংরেজি-প্রথম বর্ষ, এফ রহমান হল), সাব্বির হোসেন (সমাজবিজ্ঞান-প্রথম বর্ষ, জহুরুল হক হল), আবু সায়েম (বাংলা-প্রথম বর্ষ, জহুরুল হক হল), মাহফুজুল (নাট্যকলা-প্রথম বর্ষ, এফ রহমান হল), বিপুল (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-দ্বিতীয় বর্ষ, এফ রহমান হল), সাব্বির হোসেন (বাংলা-প্রথম বর্ষ, জহুরুল হক হল), মুর্শিদ (ভাষা অর্থনীতি-প্রথম বর্ষ) ও আবুল আক্তার (আর্টিন ম্যানেজার, এফ রহমান হল)। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

সংঘর্ষ : ব্যবসায়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, জহুরুল হক হলের লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র নূর ও তার কয়েকজন বন্ধু নীলক্ষেতের ফুটপাতে বই কিনতে যান। এ সময় তাদের সঙ্গে ফুটপাতের ওই দোকানদারের কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দোকানের বই বিক্রেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে মারধর করে ও আটকে রাখে। এ খবর পেয়ে জহুরুল হক ও এফ রহমান হলের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী লাঠিসোটা ও ইট-পাটকেল নিয়ে জড়ো হন। পাল্টা প্রতিরোধে বই ব্যবসায়ীরাও সংঘবদ্ধ হন। এ সময় দু'পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখ বন্ধ করে দেয়। শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের ছত্রভঙ্গ করতে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল ছোড়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. আমজাদ হোসেন বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিক্রেতাদের ব্যবসাসুলভ মানসিকতা থাকা দরকার। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যাতে না ঘটে এজন্য হকার্স মালিক সমিতির সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে।'

প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলা এ সংঘর্ষে অর্ধশত দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। এবং বেশ কিছু গাড়িতে আগুন ও ভাঙচুর করে তারা। সে সময় পুরো নীলক্ষেত এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।